

জলপাই

অ্যালজারনন ব্ল্যাকউড

ক্যাটালগ
catalog.com.bd

জলপাই

অ্যালজারনন ব্ল্যাকউড



অনুবাদ • এস হক

প্রচ্ছদ • ক্যাটালগ

সহযোগিতায় • আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স

www.catalog.com.bd
info@catalog.com.bd

কপিরাইট © Catalog.com.bd

ইংরেজি মূল রচনাটি পাবলিক ডোমেইনভুক্ত। এই সংস্করণের বাংলা অনুবাদ, সম্পাদনা ও বিন্যাস Catalog.com.bd –এর স্বতন্ত্র সৃজনশীল কাজ। Catalog.com.bd –এর অনুমতি ব্যতীত এই বাংলা অনুবাদ বা এর বিন্যাসকৃত সংস্করণের অনুলিপি পুনঃপ্রকাশ বা বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য অনুমোদিত নয়।

হোটেলের খাবারঘরের চকচকে মেঝে বেয়ে
একটি জলপাই গড়িয়ে এসে তার চেয়ারের কাছে
থামতেই লোকটি অজান্তে হেসে ফেলল। সে
বসেছিল একা, অন্যদের টেবিল থেকে খানিকটা
দূরে। জলপাইটি যে টেবিল থেকে পড়েছিল,
সেখানে বসেছিল এক তরুণী ও তার বয়স্ক মা।

মেয়েটি খাবার নিতে গিয়ে অসাবধানতায়
জলপাইটি ফেলে দিয়েছিল। লোকটি ফলটি তুলে
নিজের প্লেটের পাশে রাখল। চোখ তুলে
তাকাতেই মেয়েটির সঙ্গে তার চোখাচোখি হলো।
মেয়েটিও হাসছিল—স্বাভাবিক, প্রাণখোলা হাসি।
কিন্তু পরক্ষণেই সে মায়ের দিকে তাকাল, যেন
তার প্রতিক্রিয়া বুঝতে চাইছে।

খাওয়া শেষ হওয়া পর্যন্ত জলপাইটি তার
আঙুলের ফাঁকে ঘুরতে থাকল।

অন্য কেউ না তাকালে সে সেটি পকেটে রেখে
নিজের ঘরে নিয়ে গেল। ঘরে ফিরে মার্বেলের
তাকের ওপর—দূরবীন, তামাকের কৌটো,
কালির দোয়াত আর পাইপের পাশে—জলপাইটি
রেখে দিল। সাধারণত রাতের খাবারের পর সে
ঘরে বসে ধূমপান করত, বই পড়ত, অনিচ্ছায় দু-

একটি চিঠি লিখে দশটার মধ্যে শুয়ে পড়ত ।
কিন্তু সেদিন বইয়ের পাতায় মন বসছিল না ।
জলপাইটি যেন বারবার তার চোখের সামনে
গড়িয়ে যাচ্ছিল, আর তার ওপারে ভেসে উঠছিল
সেই মেয়েটির হাসিমাখা চোখ । তার মনে হলো,
মেয়েটির হাসি হয়তো পরদিন পরিচয়ের সুযোগ
এনে দিতে পারে ।

লোকটি রসায়নে দক্ষ এক তরুণ কর্মী ।

অদৃশ্য কালি ও গোপন বার্তার মতো বিষয় নিয়ে
কাজ করার কারণে যুদ্ধের সময় সরকারি সেন্সর
বিভাগে তাকে টানা পাঁচ বছর ছুটি ছাড়া পরিশ্রম
করতে হয়েছিল । বিশ্রাম নিতে সে ইতালির
রিভিয়েরা উপকূলে এসেছিল দুই মাসের জন্য ।

সূর্য, মিমোসা ফুল, নীল সমুদ্র আর উজ্জ্বল
আকাশ তাকে আকর্ষণ করেছিল; পাউন্ডের
বিনিময়মূল্যও সেখানে বেশ লাভজনক । কিন্তু
যুদ্ধের পর এলাকাটি যেন প্রাণ হারিয়েছে ।

ইংরেজ পয়টাকেরা ছড়িয়ে পড়েছে, ধর্মঘটে
বিদ্যুৎ, ডাক কিংবা রেল চলাচল বারবার বন্ধ
হচ্ছে, ফলে হোটেলও প্রায় ফাঁকা ।

তবু সে থেকে গিয়েছিল—রোদ আর সস্তা
জীবনযাপনের টানে, আর নতুন কোথাও যাওয়ার
মতো শক্তি বা আগ্রহ তার ছিল না।

চারদিকে জলপাইগাছের আধিক্য তাকে ক্রমেই
বিরক্ত করছিল। পাহাড়ের গ্রাম, হোটেলের
বাগান, ছবির পোস্টকার্ড—সবখানেই
জলপাইগাছ। স্থানীয় লোকেরা গাছের সৌন্দর্য
নিয়ে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতো। কেউ বলত,
বাতাসে পাতার উল্টোপিঠ রূপালি হয়ে উঠলে
পাহাড় যেন অপূর্ব লাগে।

লোকটি সম্মতি জানিয়ে শেষে বলত, সে আসলে
একটি জলপাই খেতে চায়। কিন্তু ছয় সপ্তাহে
কোথাও খাওয়ার উপযোগী জলপাই পায়নি।

গাছে গাছে ফল ঝুলছে, পুরুষেরা বাঁশের লাঠি
দিয়ে তা ঝরাচ্ছে, নারী ও শিশুরা ঝুড়িতে
ভরছে—তবু বাজারে জলপাই নেই। হোটেলের
প্রধান পরিবেশক, বাসেল থেকে আসা এক
জার্মান, বুঝিয়েছিল, “খাওয়ার জলপাই তো
স্পেনের। এখানকারগুলো শুধু তেল তৈরির
জন্য।” এই অদ্ভুত অভাব তার জলপাই খাওয়ার
আকাঙ্ক্ষাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল।

সেই রাতে মেয়েটির টেবিল থেকে গড়িয়ে আসা
জলপাইকে তার কাছে যেন কোনো গোপন বার্তা
বলে মনে হলো। তার কল্পনায় মনে পড়ল, প্রথম
বাগানে ইভ যেমন আদমের দিকে আপেল
গড়িয়ে দিয়েছিল, মেয়েটিও বুঝি তেমনই তাকে
আহ্বান করেছে। সে গভীর ঘুমে অভ্যস্ত ছিল,
কিন্তু ভোরের আগে দরজায় মৃদু আঁচড়ানোর
শব্দে তার ঘুম ভাঙল।

বিদ্যুৎ ধর্মঘাটের কারণে ঘরে আলো জ্বলল না।
সে দেশলাই খুঁজতে গিয়ে করিডর থেকে এক
তরুণী কণ্ঠ শুনল—“এখনো তৈরি হওনি? তুমি
তো চিরকাল ঘুমাও!” কণ্ঠটি সে আগে কখনো
শোনেনি, তবু বুঝতে পারল, এ সেই মেয়েটিরই
কণ্ঠ।

সে তাড়াতাড়ি পোশাক পরে মোমবাতি হাতে
দরজা খুলল। অন্ধকার থেকে মেয়েটির মুখ
ভেসে উঠল। “ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দাও,” সে
ফিসফিস করে বলল, “আমার সুনাম বলে একটা
ব্যাপার আছে। কেউ যেন আমাদের একসঙ্গে না
দেখে!” তারপর সে লোকটির হাত ধরে
হোটেলের পেছনের দরজা দিয়ে পাহাড়ের খোলা
বাতাসে নিয়ে গেল। ভোরের আকাশে তারা

জ্বলছিল, বাতাস ছিল ঠান্ডা ও সুগন্ধময়। মেয়েটি তাকে নিয়ে জলপাইবাগানের দিকে ছুটল।

লোকটির মনে হচ্ছিল, সে যেন স্বপ্নের ভেতরে হাঁটছে। মেয়েটি কখনো সামনে দৌড়াচ্ছে, কখনো থেমে তাকে ডাকছে। সে বলল, “তুমি আমাকে এখানে কেন এনেছ?” মেয়েটি হাসল, কিন্তু সরাসরি উত্তর দিল না। তার চলাফেরায় এমন অদ্ভুত স্বাভাবিকতা ও স্বাধীনতা ছিল, যেন বাগান, পাহাড়, রাতের বাতাস—সবই তার পরিচিত। লোকটি বুঝতে পারছিল না, সে সত্যিই জেগে আছে, নাকি ঘুমের মধ্যে কোনো আশ্চর্য স্বপ্ন দেখছে।

তারা একটি নির্জন, পরিত্যক্ত গ্রামে পৌঁছাল। ভাঙা বাড়ি, ছাদহীন ঘর, আগাছা আর বুনো ফুলে ঢেকে থাকা পথ—সবকিছুতেই বহুদিনের পরিত্যক্ততার চিহ্ন।

মেয়েটি বলল, একদিন এখানে মানুষ বাস করত, কিন্তু ভূমিকম্পে গ্রামটি ধ্বংস হয়ে যায়। সে যেন সেই ধ্বংসাবশেষের মধ্যেই এক অদ্ভুত আনন্দ খুঁজে পেল। লোকটির কাছে জায়গাটি পরিচিত মনে হচ্ছিল; দিনের বেলায় সে নাকি পয়টকদের

সঙ্গে এখানে এসেছিল, কিন্তু স্মৃতিটা ধোঁয়াটে।
মেয়েটি বলল, “এই বাড়িটাই আমাদের বাড়ি
হবে!” আর ভাঙা দেয়ালওয়ালা এক কুটিরে ছুটে
দুকল।

অবিশ্বাস্যভাবে, ছাদ-জানালাহীন সেই ঘরের
ভেতরে যেন আলো আর ফুলের সমারোহ।
একটি সাধারণ টেবিলে দুধ, ডিম, মধু, মাখন আর
ঘরে বানানো রুটি রাখা।

জানালার ভাঙা ফাঁকে বুনো গোলাপ ফুটে আছে,
মৌমাছি আসা-যাওয়া করছে। মেয়েটি লোকটির
কাছে এসে তার হাত ধরল। তার মধ্যে ছিল
শিশুসুলভ উচ্ছ্বাস, অথচ চোখে এমন এক
প্রাচীন, রহস্যময় দীপ্তি যে লোকটির মনে
বিস্ময়ের সঙ্গে সামান্য ভয়ও জাগল।

এরপর বাগানের মধ্যে বাঁশির মতো এক সুর
শোনা গেল। মেয়েটি থেমে বলল, “শোনো! ওরা
আসছে।” লোকটি সুরটির অর্থ বুঝতে পারল না।
মেয়েটির মুখে তখন এমন এক অচেনা
অভিব্যক্তি—মোহময়, বন্য, যেন সে অন্য
কোনো যুগের মানুষ। সে জিজ্ঞেস করল, “তুমি
আসলে কে?” কিন্তু উত্তর পাওয়ার আগেই

মেয়েটি তাকে জড়িয়ে ধরল, চুশ্বনে তার প্রশ্ন
থামিয়ে দিল। লোকটি তার ভয় ভুলে গেল;
চারপাশের পৃথিবী, নিজের পরিচয়—সব যেন
মিলিয়ে গেল।

মেয়েটি বলল, “ভোর এসে গেছে। তুমি প্রস্তুত?”
লোকটি যেন বহু যুগের ঘুম থেকে জেগে উঠে
উত্তর দিল, “আমি পাঁচ হাজার বছর ধরে
প্রস্তুত।” তারা হাত ধরে পাহাড়ের ঢালে নেমে
আসা এক উল্লসিত দলের সঙ্গে মিশে গেল।

তাদের গায়ে লতা, আঙুরপাতা ও রূপালি সবুজ
শাখা; তারা গান গাইছে, নাচছে, হাসছে। দলটির
মধ্যে ছিল অর্ধমানব-অর্ধপশু পৌরাণিক সত্তা—
ফন, নিম্ফ ও স্যাটারদের মতো অবয়ব।

লোকটির মনে হচ্ছিল, সে যেন বহু পুরোনো
কোনো পৌত্তলিক উৎসবের অংশ হয়ে গেছে,
যেখানে প্রকৃতি, প্রেম আর জীবনের উচ্ছ্বাসই
উপাসনা।

মেয়েটি তাকে নিয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত গির্জার দিকে
ছুটল। গ্রামটির নাম বুসানা—এক ভয়াবহ
ভূমিকম্পে একসময় যার ঘরবাড়ি ভেঙে
পড়েছিল। লোকটি অস্পষ্টভাবে শুনেছিল, এক

গ্রীষ্মের সকালে গ্রামের সবাই গির্জায় প্রার্থনা করতে গিয়েছিল; ছাদ ধসে বহু মানুষ মারা যায়, দেয়াল ভেঙে আরও অনেকে প্রাণ হারায়, আর বেঁচে থাকা লোকেরা গ্রাম ছেড়ে চলে যায়। কিন্তু মেয়েটি ঘটনাটিকে অন্য অর্থ দিল। সে বলল, “সত্যিকারের ঈশ্বর তাঁর নিজের লোকদের দাবি করতে ফিরে এসেছিলেন।

তাঁরা প্রস্তুত ছিল না—পুরোনো পুরোহিতেরা তা নিশ্চিত করেছিল। কিন্তু তিনি এসেছিলেন। তাঁরা তাঁর সুর শুনেছিল; তাঁর পদক্ষেপে জলপাইবাগান কেঁপেছিল, মাটি নেচেছিল, পাহাড় আনন্দে লাফিয়ে উঠেছিল।”

লোকটি হেসে বলল, “আর বাড়িগুলো ভেঙে পড়েছিল।” মেয়েটি আনন্দে তার বুকে মুখ লুকিয়ে বলল, “এখন আমরা আবার ফিরে এসেছি—উপাসনা করতে, আনন্দ করতে!” তারা ভাঙা গির্জার ভেতরে ঢুকল।

একসময় যেখানে বেদি, পবিত্র রুটি ও পাত্র রাখা থাকত, সেখানে এখন পাথরের ফাঁক, আগাছা আর পাখির বাসা। কিন্তু সেই শূন্য স্থানে লোকটি এক বিশাল, শক্তিশালী, একই সঙ্গে স্নেহময় ও

ভয়ংকর অবয়ব দেখতে পেল। তার চোখ
জ্বলজ্বল করছিল, মুখে ছিল হাসি; তার উপস্থিতি
যেন সমগ্র প্রকৃতিকে কাঁপিয়ে দিচ্ছিল।

দলের মধ্যে কেউ ভয়ে চিৎকার করে উঠল,
“ঈশ্বর!” সঙ্গে সঙ্গে আনন্দমুখর জনতা আতঙ্কে
ছুটতে শুরু করল।

পাখিরা চিৎকার করে উড়ে গেল, পশুরা গর্তে
পালাল, মানুষ একে অন্যকে ধাক্কা দিয়ে দরজার
দিকে ছুটল। কেউ চিৎকার করছিল, “তিনি
আবার চলে যাচ্ছেন! কে তাঁকে ডাকল?”
আরেকটি কণ্ঠ ভয়ে বলে উঠল, “ভূমিকম্প!”
যেন সেই অতিপ্রাকৃত উপস্থিতির শক্তিতেই
আবার পৃথিবী কেঁপে উঠবে।

এই আতঙ্কের মাঝেও মেয়েটি লোকটির কানে
আবেগভরা স্বরে বলল, “আমাকে চুমু দাও—
আবার ভুলে যাওয়ার আগে আর একবার।

তোমার বাহু, তোমার হৃদস্পন্দন, তোমার ঠোঁট—
আর একবার! তুমি তাঁর শক্তি চিনতে পেরেছ।
এখন তুমি সম্পূর্ণ। এবার আমরা মনে রাখব।”
কিন্তু মুহূর্তেই সব ভেঙে গেল। লোকটি জেগে
উঠল; বিছানার ভারী চাদর তার মুখের ওপর

গুঁজে ছিল, আর ভোরের বাতাস হোটেলের
দেয়ালের বাইরে বিষণ্ণ সুরে বইছিল। স্বপ্নের
দৃশ্যগুলো মিলিয়ে যাচ্ছিল, তবু তার মনে রয়ে
গেল এক অদ্ভুত আলোড়ন।

দুপুরে খাবারঘরে গিয়ে সে প্রধান পরিবেশককে
জিজ্ঞেস করল, “ওই মহিলারা কি চলে গেছেন?
গত রাতে তো এখানে খেয়েছিলেন—একজন
বয়স্ক ইংরেজ মহিলা আর তাঁর মেয়ে।”
পরিবেশক কিছুই মনে করতে পারল না।

ঠিক তখনই তরুণীটি একা ঘরে ঢুকল। দুপুরের
খাবারের সময় শেষ; ঘর প্রায় ফাঁকা।

দুজনের চোখাচোখি হলো, মেয়েটি লজ্জায় লাল
হয়ে উঠল।

লোকটি দ্রুত বলল, “আপনার মায়ের খোঁজ
নিচ্ছিলাম। তাঁকে দেখছি না, ভেবেছিলাম হয়তো
অসুস্থ।” মেয়েটি মৃদু হেসে বলল, “আপনি খুব
দয়ালু।”

তার ছোট, সাদা দাঁতগুলো দেখে লোকটির
আবার আগের রাতের স্বপ্নের কথা মনে পড়ল।

তিন দিনের মধ্যেই লোকটি মেয়েটির প্রেমে
গভীরভাবে পড়ে গেল। একদিন সূর্যাস্তের সময়
তারা জলপাইবাগানে হাঁটছিল। সে পকেট থেকে
সেই জলপাইটির কথা মনে করে বলল, “আমার
মনে হয়, এটা আপনারই। সেদিন আপনি ফেলে
দিয়েছিলেন। আমি কি এটা রেখে দিতে পারি?
সামান্য একটা জলপাই মাত্র।”

মেয়েটি তার দিকে তাকাল, মাথা থেকে পা পর্যন্ত
দেখল, তারপর তার কান ও চোখের দিকে
এমনভাবে চাইল যেন সেগুলো নিয়ে মজা
করবে। লোকটি অনুনয় করে জিজ্ঞেস করল,
“সেদিন রাতে প্রথম তোমাকে দেখার পর তুমি
কি কোনো স্বপ্ন দেখেছিলে?”

মেয়েটি দ্রুত এক পা পিছিয়ে গেল। “না, মনে
হয় না,” সে বলল। লোকটি তার পিছু নিল।

মেয়েটি হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, “কিন্তু তুমি
যেভাবে জলপাইটা তুলেছিলে, তা দেখেই আমি
বুঝেছিলাম—”

“কী বুঝেছিলে?” লোকটি তাকে ধরে ফেলল,
যাতে সে আর পালাতে না পারে।

মেয়েটি বলল, “তুমি তখন অর্ধেক ছিলে, কিন্তু
শিগগিরই পুরোপুরি হয়ে উঠবে।”

লোকটি তাকে চুমু খেল। আর সেই মুহূর্তে
মেয়েটির নরম আঙুল এসে তার কান দুটো মৃদু
টেনে ধরল—যেন তাদের প্রথম সাক্ষাতের অদ্ভুত
খেলাটির শেষ ইঙ্গিত।



এরকম আরো বই পেতে
ভিজিট করুন
catalog.com.bd
Visit Now >

ক্যাটালগ